দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 6 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

# বৃত্তির টাকার দাবিতে প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও

**স্টাফ রিপোর্টার, কুড়িগ্রাম ॥** রাজীবপুর মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮০ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর বৃত্তির টাকা নিয়ে টালবাহানা করায় ক্ষিপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে তাদের টাকা দাবি করে। এ সময় স্কুলের শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ে জড়ো হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন।

এ সময় প্রধান শিক্ষক আজিম উদ্দিন মাস্টার আগামী রবিবার (৯ জুলাই) টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। বুধবার দুপুরের দিকে স্কুল সময়ে ওই ঘটনা ঘটে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, গত জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৬ মাসের বৃত্তির এক লাখ ৮৪ হাজার টাকা ঈদের আগে ২২ জুন ব্যাংক থেকে উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক। বৃত্তির টাকা উত্তোলন করলেও শিক্ষার্থীদের বিতরণ না করে টালবাহানা শুরু করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সহকারী শিক্ষক জানান, বৃত্তির ওই টাকা প্রধান শিক্ষক নিজের কাজে খরচ করে ফেলেছেন। সামনে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত হারে পরীক্ষার ফি আদায় করে তা দিয়ে সমন্বয় করার চেষ্টা করছে। ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শফিউল আলম জানান, উপজেলা শহরে অবস্থিত ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। পরীক্ষায় অতিরিক্ত ফি আদায় ছাড়াও প্রবেশপত্র, সনদপত্র ও নম্বরপত্র বিতরণের সময়ও লাখ লাখ টাকা উঠানো হয়। তার কোন হিসেব দেন না তিনি। এবার বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকা আত্মসাত করেছেন।

প্রধান শিক্ষক আজিম উদ্দিন মাস্টার বলেন, 'ঈদের আগে স্কুল বন্ধ থাকায় টাকা দেয়া সম্ভব হয়নি। সব টাকাই আমার কাছে আছে আগামী রবিবার শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হবে। টাকার জন্য শিক্ষার্থীরা আমাকে ঘেরাও করছে-এমন তথ্য সত্য নয়। প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে একটি মহল আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে।'

রাজীবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাউজুল কবীর জানান 'বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের টাকা তাদের দেয়া হচ্ছে না-এমন অভিযোগ আমার কাছেও আসে। পরে আমি প্রধান শিক্ষককে দ্রুত টাকা পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছি। টাকা না দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।'